দৈনিক ইনকিলাব

MAR. 18 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৮ ......

যুগান্তর

সোমবার, ৪ চৈত্র ১৪০৮
Monday, 18 March 2002

# মাদ্রাসায় মর্মান্তিক মৃত্যু

শীতকাল শেষ হইয়া ফাল্গুন মাস আসিলে আমাদের দেশে অগ্নিকাণ্ডের মৌসুম শুরু হয়। আবহাওয়া শুষ্ক থাকে, তাপমাত্রা দিন দিন বাড়িতে শুরু করে, তাই সামান্য অসতর্কতায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। এই বৎসরও ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। গত মাসখানেক সময়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত অনেক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির পাশাপাশি কোটি কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত হইয়াছে। বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়ায় পথে বসিয়াছে অনেক পরিবার। তবে এই সবকিছুকে ছাড়াইয়া গিয়াছে গত শুক্রবার ডেমরায় মহিলা মাদ্রাসার অগ্নিকাণ্ড। ঐদিন শেষ রাতে রাজধানীর ডেমরার ছনটেক জামেয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা ও এতিমখানায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জন ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত ছাত্রীদের সকলেই শিশু-কিশোরী। তাহাদের শরীর আগুনে পুড়িয়া এমনভাবে অঙ্গার হইয়া গিয়াছে যে, কাহারও পরিচয় শনাক্ত করা যায় নাই। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা চোখে আঙ্গুলে দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, পারিবারিক অথবা সমষ্টিগত রাত্রিযাপনের জন্য ব্যবহৃত ভবনসমূহে দুর্ঘটনা প্রতিরোধক ন্যূনতম ব্যবস্থাও আমাদের দেশে নাই। জমি দখলের জন্যই অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে বলিয়া মাদ্রাসা কমিটির এক সূত্র যুগান্তরকে জানাইয়াছে। কমিটি ইহাকে নাশকতামূলক চক্রান্ত আখ্যা দিয়া থানায় মামলা দায়ের করিয়াছে। দমকল বাহিনী অবশ্য প্রথমে বলিয়াছে, অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত সম্ভবত শর্ট সার্কিট হইতে। অগ্নিকাণ্ডের আসল কারণ একদিন জানা যাইবে। কিন্তু যেই নিষ্পাপ শিশু-কিশোরীরা ইহার শিকার হইল তাহারা আর ফিরিয়া আসিবে না। আশপাশের বাসিন্দা ও আবাসিক ছাত্রীরা জানাইয়াছে, রাত ৩টার দিকে আগুনের লেলিহান শিখা মাদ্রাসার ভবনগুলিকে গ্রাস করে। এই সময় অসহায় ছাত্রীদের সাহায্য বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য সেইখানে কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু মাদ্রাসার মূল ফটক তালাবদ্ধ থাকায় ছাত্রীরা বাহিরে আসিতে পারিতেছিল না। প্রতিবেশী লোকজন মূল ফটক ভাঙিয়া উন্মুক্ত না করিলে মৃতের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার বিলক্ষণ আশংকা ছিল। একটি আবাসিক মাদ্রাসায় ছাত্রীদের নিরাপত্তার দিকটি যথাযথভাবে তদারক করিবার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কেহ থাকিবে না কেন সেই প্রশ্ন উঠিতেই পারে। আমাদের দেশের আবাসিক মাদ্রাসাগুলিতে সাধারণত গরিব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়িতে আসে। অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল মহিলা মাদ্রাসা। নিতান্তই গরিব পরিবারের শিশু-কিশোরীরা এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া ও রাত্রিযাপন করে। তাহাদের কপালে যাহা ঘটিল তাহা যেকোন সময়ে যেকোন আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটিতে পারে। তাই বিশেষ করিয়া যেই সকল আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর অথবা কিশোরীরা রাত্রিযাপন করে, সেইখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজানো প্রয়োজন। আমরা আশা করি, সরকার এই ব্যাপারে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। আমরা এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। যাহারা আহত ও অগ্নিদগ্ধ হইয়া চিকিৎসাধীন, তাহাদের যথাযথ চিকিৎসা ও পরিচর্যা নিশ্চিত করিবার জন্যও আমরা দাবি জানাইতেছি।